২৪ ঘণ্টায় ২০টি ফ্লাগ মিটিং
সীমান্ত সংকট নিরসনে উভয়পক্ষের সমঝোতার উদ্যোগ

মোড়ল নজরুল ইসলাম ॥ বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তে সৃষ্ট উত্তেজনা প্রশমনসহ সকল বিষয় নিষ্পত্তির জন্য উভয় দেশ আলাপ-আলোচনার উপর অধিক গুরুত্ব দিতেছে। সীমান্তের বর্তমান সংকট নিরসনে গত ২৪ ঘন্টায় উভয় দেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর মধ্যে ২০টি ফ্লাগ মিটিং অনুষ্ঠিত হইয়াছে। তন্মধ্যে সেক্টর কমান্ডার পর্যায়ে ২টি, ব্যাটালিয়ন পর্যায়ে ২টি ও কোম্পানী পর্যায়ে ১৬টি ফ্লাগ মিটিং অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এইসব ফ্লাগ মিটিংয়ে সীমান্তের বর্তমান সংকট নিরসনে কয়েকটি বিষয়ের উপর আলোচনা হইয়াছে। এই সকল বিষয়ের মধ্যে রহিয়াছে, উভয়পক্ষ পূর্বের ন্যায় স্থিতি অবস্থায় ফিরিয়া যাইবে, কোন সমস্যায় পরস্পর গুলী বিনিময় করিবে না, খননকৃত ব্যাংকার ভরাট করা হইবে এবং আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে যে কোন সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করা হইবে। ঢাকায় প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী গতকাল রৌমারী সীমান্তসহ কোন সীমান্তে গুলী বিনিময়ের ঘটনা ঘটে নাই। সীমান্ত পরিস্থিতি শান্ত রহিয়াছে। কামালপুর সীমান্ত দিয়া আহত দুই ভারতীয় বিএসএফ সদস্য ও নিহত ১ জন বিএসএফ সদস্যের লাশ হস্তান্তর করা হইয়াছে। রৌমারী ও প্রতাপপুর সীমান্ত এলাকায় লোকজনের মধ্যে ভীতি থাকিলেও অনেক লোকজন ঘরবাড়ীতে ফিরিয়া যাইতে শুরু করিয়াছে। তামাবিল স্থলবন্দরে ৫ দিন বন্ধ থাকার পর পুনরায় স্বাভাবিক কাজকর্ম শুরু হইয়াছে। ইহাছাড়া সীমান্তের বর্তমান সংকট কাটিয়া উঠার প্রাক্কালে শীঘ্রই উভয় দেশ কূটনৈতিক পর্যায়ে আলোচনা অনুষ্ঠানের ব্যাপারে আশাবাদী।

জানা যায়, সীমান্তের সমস্যা সমাধানে তামাবিল সীমান্তে আইপিসি এলাকায় সিলেটের বিডিআর সেক্টর কমান্ডার ও শিলংয়ের ডিআইজি'র মধ্যে সকাল ১১টা ৪০ মিনিটে এবং বিকাল ৩টা ৩০ মিনিটে কামালপুর সীমান্ত এলাকায় বিডিআর সেক্টর কামন্ডার ও ডিআইজি গৌহাটির মধ্যে ফ্লাগ মিটিং অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ইহাছাড়া রৌমারী ও তামাবিল সীমান্তসহ বিভিন্ন স্থানে কোম্পানী পর্যায়ে ১৬টি ফ্লাগ মিটিং হইয়াছে। আমাদের চূয়াডাঙ্গা সংবাদদাতা জানান, গতকাল চুয়াডাঙ্গা সীমান্তে কোম্পানী পর্যায়ে ১টি ফ্লাগ মিটিং হইয়াছে। বিভিন্ন পর্যায়ের এই সকল ফ্লাগ মিটিংয়ে বাংলাদেশ ও ভারত উভয়পক্ষের সীমান্ত রক্ষী বাহিনী সৃষ্ট বিভিন্ন ক্ষেত্রে সংকট ও উত্তেজনা নিরসনে সমঝোতায় আসার চেষ্টা চালাইতেছে। সূত্রমতে, ইতিমধ্যেই উভয় পক্ষের মধ্যে কয়েকটি বিষয়ে সমঝোতা হইয়াছে। উভয়পক্ষ একমত পোষণ করিয়াছে সীমান্ত এলাকার খননকৃত পরীখা ভরাট করা হইবে এবং ভবিষ্যতে আর যাহাতে গুলী বিনিময়ের মত ঘটনার পুনরাবৃত্তি না ঘটে তাহা উভয়পক্ষ নিশ্চিত করিতে চাহিতেছে। ইহাছাড়া বিএসএফ-এর সদস্যদের গলিত ও বিকৃত লাশ নিয়া ভারতীয় কর্তৃপক্ষ যে অভিযোগ করিয়াছে বাংলাদেশ সে বিষয়েও যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়াছে। শীঘ্রই তদন্তের পর এ ব্যাপারে ভারতীয় কর্তৃপক্ষকে বাংলাদেশ জবাব দিবে।

সূত্র মতে গত ২৪ ঘন্টায় ২০টি ফ্লাগ মিটিংয়ের পাশাপাশি সমঝোতা না হওয়া পর্যন্ত আরও ফ্লাগ মিটিং অব্যাহত থাকিবে বলিয়া জানা যায়। গতকাল কোন সীমান্তে গুলী বিনিময়ের ঘটনা না ঘটিলেও বিডিআর-বিএসএফ এখনও রেড এলার্ট অবস্থায় রহিয়াছে। সীমান্তের অবস্থা স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত উভয়পক্ষ সতর্ক অবস্থায় থাকিবে বলিয়া জানায়।

মামলা গ্রহণে গড়িমসি, চট্টগ্রামে দুই পুলিশ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থার সুপারিশ

চট্টগ্রাম অফিস ॥ চট্টগ্রাম জননিরাপত্তা ট্রাইব্যুনালের বিচারক এ,এন,এম বশির উল্লা গতকাল রবিবার এক রায়ে ২ পুলিশ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ এবং ৫ জন আসামীকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদন্ড দিয়াছেন। গত বৎসরের ৮ই মার্চ বাঁশখালী থানার মাইদারীপাড়া চৌমুহনীস্থ এলাকায় ব্যবসায়ী মোহাম্মদ ইউনুসের নিকট হইতে কতিপয় সন্ত্রাসী ২০ হাজার টাকা চাঁদা দাবি করে। চাঁদা দিতে অস্বীকার করায় সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা তাহাকে দোকান হইতে তুলিয়া নেয় এবং পকেট হইতে ১১ হাজারের বেশী টাকা ছিনাইয়া নেয়। সন্ত্রাসীরা ইউনুসকে অপহরণ করিয়া নিয়া জনৈক মাকসুদুর রহমানের বাড়ীতে আটক করিয়া রাখে। পরবর্তীতে পুলিশ মোহাম্মদ ইউনুসকে আসামীদের কবল হইতে উদ্ধার করে। কিন্তু মামলায় ৫ আসামীকে তৎকালীন বাঁশখালী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা গিয়াস উদ্দিন ও এসআই ফরহাদ আব্বাস ছাড়িয়া দেয় এবং এজাহারের ভিত্তিতে মামলা গ্রহণ করে নাই। এমনকি থানা ম্যাজিষ্ট্রেট আসামীদের বিরুদ্ধে জননিরাপত্তা আইনে মামলা গ্রহণের নির্দেশ দিলেও দন্ডবিধিতে গ্রহণ করা হয়। ইহার প্রেক্ষিতে ট্রাইব্যুনাল উক্ত দুই পুলিশ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করিয়াছে। ট্রাইব্যুনাল আসামী মাকসুদুর রহমানকে ১৪ বৎসরের সশ্রম কারাদন্ড এবং ১ লক্ষ টাকা জরিমানা করে। ট্রাইব্যুনাল আসামী নূর মিয়া, মোহাম্মদ মিয়া, শুক্কুর মিয়া ও জসিম উদ্দিনের প্রত্যেককে ১০ বৎসর করিয়া সশ্রম কারাদন্ড দিয়াছেন।

চট্টগ্রাম ভার্সিটিতে ছাত্রলীগ শিবির সংঘর্ষে ৫ জন আহত

চট্টগ্রাম অফিস ॥ গতকাল রবিবার সকালে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ছাত্রলীগের একদল কর্মীর সহিত শিবির কর্মীদের সংঘর্ষে ৫ জন শিবির কর্মী আহত হন। ছাত্রশিবির হামলার প্রতিবাদে আগামী শনিবার বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র ধর্মঘট আহবান করিয়াছে। এদিকে বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক নাসির হায়দার বাবুল জানান, কমার্স ফ্যাকাল্টিতে কথা কাটাকাটির এক পর্যায়ে ছাত্রলীগের সহিত শিবির কর্মীদের সংঘর্ষে উভয় সংগঠনের ৩/৪ জন করিয়া আহত হয়। সকাল সাড়ে ১১টার সময় কমার্স ফ্যাকাল্টির ৪র্থ তলায় শিবিরকর্মী গোলাম রব্বানী রকি, শাহ আলম ও জিয়াউল হুদাকে কয়েকজন ছাত্রলীগ কর্মী ঘেরাও করিয়া একটি রুমে নিয়া বেদম প্রহার করে। এ সময় শিক্ষকরা পুলিশকে সংবাদ দিলে তাহাদের উদ্ধার করা হয়। ইহার কিছুক্ষণ পর শিবির কর্মী শহীদুল ও খালেদ মোটর সাইকেলযোগে ক্যাম্পাসে ছাত্রলীগের মিছিলের সম্মুখ দিয়া যাওয়ার সময় প্রহৃত হয়। মোটর সাইকেলটিরও ক্ষতিসাধন করা হয়। এ ঘটনার প্রতিবাদে শিবির কর্মীরা সিন্ডিকেট সভা ঘেরাও করে। ছাত্রলীগ ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ মিছিল বাহির করে। শিবিরের আহতদের মধ্যে ফিন্যান্স বিভাগের শেষ বর্ষের ছাত্র শাহ আলমকে গুরুতর অবস্থায় চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

ইউরোপ ও আমেরিকা সফরে চট্টগ্রাম চেম্বারের প্রতিনিধিদল

চট্টগ্রাম অফিস ॥ চট্টগ্রাম চেম্বার অব কমার্সের ১৩ সদস্যের একটি বাণিজ্য ও বিনিয়োগ প্রতিনিধি দল ইউরোপ ও আমেরিকায় পক্ষকালের এক সফরে গতকাল রবিবার ঢাকা ত্যাগ করিয়াছেন। চট্টগ্রাম চেম্বার সভাপতি সাইফুজ্জামান চৌধুরী জাবেদের নেতৃত্বে প্রতিনিধি দল বৃটেনে বাংলাদেশ-বৃটিশ চেম্বার অব কমার্স, লন্ডন চেম্বার অব কমার্স এবং সেখানকার পদস্থ সরকারী কর্মকর্তাদের সহিত দ্বি-পাক্ষিক বৈঠকে মিলিত ইহবেন। তাহারা ২৫ হইতে ৩০শে এপ্রিল আমেরিকার ফ্লোরিডা ও নিউ ইয়র্কে বিভিন্ন বাণিজ্যিক এসোসিয়েশন এবং চেম্বার অব কমার্সের সহিত আলোচনায় মিলিত হইবেন। প্রতিনিধি দল ১লা মে কানাডার টরেন্টো গমন করিবেন এবং ১১ই মে দেশে ফিরিবেন। সফরকালে প্রতিনিধি দলটি বাংলাদেশের হিমায়িত খাদ্য, চামড়াজাত পণ্য ও অপ্রচলিত পণ্য বাজার বৃদ্ধি এবং সেখানকার বাজারে বাংলাদেশের তৈরী পোশাক প্রবেশে ডিউটি ও কোটামুক্ত করার সুযোগদানের জন্য আলোচনা করিবেন এবং এ ব্যাপারে বিশেষভাবে অনুরোধ জানাইবেন।

নাজিরহাটেপরীক্ষাকেন্দ্র বহালের দাবী ॥ সড়কে ব্যারিকেড সংঘর্ষে ১০ জন আহত

চট্টগ্রাম অফিস ॥ নাজিরহাট কলেজে এইচএসসি পরীক্ষা কেন্দ্র বহাল রাখার দাবীতে গতকাল রবিবার নাজিরহাট নূতন রাস্তার মোড়ে কলেজের পাঁচ শতাধিক ছাত্র-ছাত্রী ব্যারিকেড সৃষ্টি করে এবং পুলিশের সহিত সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। এ ঘটনায় কমপক্ষে ১০ জন আহত হইয়াছে। দুপুর ১২টায় আন্দোলনরত ছাত্র-ছাত্রীরা সড়কের উপর ড্রাম, প্রজ্বলিত বাঁশ, টায়ার দিয়া ব্যারিকেড সৃষ্টি করিলে প্রায় দেড় ঘন্টা ধরিয়া যানবাহন চলাচল ব্যাহত হয়। ব্যারিকেডস্থলে জনৈক ছাত্র এমরান হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত জঙ্গী সমাবেশ হইতে আগামী ২৫শে এপ্রিল উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয় ঘেরাওয়ের কর্মসূচীও ঘোষণা করা হয়। পুলিশ বেলা দেড়টার দিকে মৃদু লাঠিচার্জ করিয়া নাজিরহাট নূতন রাস্তার মোড় ব্যারিকেডমুক্ত করিতে সক্ষম হয়।

ভোলায় ১০ দিনে ডায়রিয়ায় মৃত ৭ ॥ আক্রান্ত দুই সহস্রাধিক

ভোলা সংবাদদাতা ॥ গত ১০ দিনে ভোলার বিভিন্ন উপজেলায় ডায়রিয়ায় ৭ জনের মৃত্যু হইয়াছে। আর আক্রান্ত হইয়াছে ২,৩৭৬ জন। ভোলা সদর হাসপাতালে গতকাল রবিবার ৫০ জন ডায়রিয়ায় আক্রান্ত রোগী চিকিৎসাধীন আছে বলিয়া সিভিল সার্জন কার্যালয় সূত্রে জানা গিয়াছে।

ভোলার অন্যান্য উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে বর্তমানে ২,৩২৬ জন ডায়রিয়ায় আক্রান্ত রোগী চিকিৎসাধীন আছে। আক্রান্ত অধিকাংশই শিশু। ডায়রিয়া প্রতিরোধে ৬২টি মেডিক্যাল টীম গঠন করা হইয়াছে।

দূতাবাসসমূহে স্মারকলিপি

বাংলাদেশ-বিরোধী সন্ত্রাসীদের আশ্রয় না দেওয়ার আহ্বান

ইত্তেফাক রিপোর্ট ॥ বাংলাদেশের ইতিহাস ও ঐতিহ্য বিরোধী কোন সন্ত্রাসীকে বিদেশে আশ্রয়-প্রশ্রয় না দেওয়ার আহ্বান জানাইয়া সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট গতকাল রবিবার ঢাকাস্থ বিভিন্ন দূতাবাসে স্মারকলিপি পেশ করিয়াছে। স্মারকলিপি পেশের পূর্বে গুলশান দুই নম্বর মোড়ে এক সমাবেশে গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশনের চেয়ারম্যান সারা যাকের, আইটিআই বাংলাদেশ শাখার সাধারণ সম্পাদক আতাউর রহমান, সাংস্কৃতিক জোটের সাধারণ সম্পাদক গোলাম কুদ্দুছ প্রমুখ বক্তৃতা করেন। সভাপতিত্ব করেন জোটের সভাপতি রামেন্দু মজুমদার। জোটের নেতা আসাদুজ্জামান নূর, জাতীয় সমন্বয় কমিটির নেতা অধ্যাপক আব্দুল মান্নান চৌধুরী, জাহাঙ্গীর হোসেন, তারিক সুজাত প্রমুখ সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন। সমাবেশ শেষে জোটের একটি প্রতিনিধিদল ফিলিস্তিন দূতাবাস, বৃটিশ দূতাবাস ও হল্যান্ড দূতাবাসে পৃথকভাবে স্মারকলিপি পেশ করেন। ফিলিস্তিন দূতাবাসে ডিপ্লোমেটিক কোরের প্রধান হিসাবে শাহতাব জারফ স্মারকলিপি গ্রহণ করেন।